❖ শনিবারের চিঠি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

তমাল কান্তি পাল

ডোমকল কলেজ, বাংলা বিভাগ।

বাংলা ভাষার অন্যতম বিখ্যাত সাহিত্য সাময়িকী শনিবারের চিঠি যা বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। এটি একটি সাপ্তাহিক কাগজ। যোগানন্দ দাস এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তবে আদ্যোপান্ত শনিবারের চিঠির প্রাণপুরুষ ছিলেন সজনীকান্ত দাস। সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠির ২৭তম সংখ্যা ১৩৩১ সনের ফাল্গুন মাসে বেরোনোর পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কিছুদিন পর নীরোদ চন্দ্র চৌধুরী। কিন্তু নতুন প্রকাশক সজনীকান্তের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হওয়ায় নীরদচন্দ্র পদত্যাগ করেন এবং সজনীকান্ত নিজেই সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৩৩৬ সনের কাত্তিক মাসে পত্রিকাটি পুনরায় তৃতীয়বারের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

শনিবারের চিঠি সাহিত্য পত্রিকাটি ১৯৩০ -১৯৪০ এর দশকে কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের জগতে সাড়া ফেলেছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথিকৃত কল্লোল, প্রগতি, কালি কলম, পরিচয়, পূর্বাশা, কবিতা প্রভৃতি পত্রিকার সমূহের সঙ্গে শনিবারের চিঠির নাম জড়িত হয় অবিচ্ছেদ্যভাবে। রবীন্দ্রনাথ- প্রমথ চৌধুরী- শরৎচন্দ্র থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সংখ্যায় একদম তুলোধোনা করে পত্রিকাটির সকলের মনোযোগের কেন্দ্র বিন্দুতে চলে গিয়েছিল। এর সঙ্গে কল্লোল গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব ছিল আক্রমণাত্মক; পাশ্চাত্য আধুনিকতা স্পর্শে উদ্ধেলিত কল্লোল যুগের চারপাশ ঘিরে ছিল শনির একচক্র। তবে শনিবারের চিঠি সে সময়কার সাহিত্য চেতনাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

শনিবারের চিঠিতে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মোহিতলাল মজুমদার, হেমন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, পরিমল গোস্বামী। এঁদের ভাষা ছিল ব্যঙ্গময়; সমালোচনার লক্ষ্য ছিল পিত্ত জ্বালিয়ে দেওয়া। হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে সমসাময়িক সাহিত্যচর্চাকে আক্রমণ করা এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। আর প্রায় সব রচনা বেনামে প্রকাশিত হত। সমকালীন পত্র পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ- নজরুল- প্রমথ চৌধুরী সহ কল্লোল গোষ্ঠীর কবিদের লেখা প্রকাশিত হলে, তা শনিবারের চিঠির গোষ্ঠীর মনোপুত না হলে প্যারোডি ও কাটুনের মাধ্যমে তাদের লেখা নিয়ে চলত রসিকতা। সবচেয়ে বেশি শিকার হয়েছেন নজরুল ইসলাম। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বিদ্রোহী কবিতার প্যারোডিসহ প্রতিসংখ্যায় কোনো না কোনো তাঁর কবিতা নিয়ে ব্যঙ্গ করা হত।

শনিবারের চিঠি পত্রিকাতে ছিল কয়েকটি বিভাগ- সংবাদ সাহিত্য এই বিভাগে সমকালীন সাহিত্য সংবাদ প্রকাশ করা হত। মনিমুক্ত এই বিভাগে সমকালীন সাহিত্য নিয়ে তির্যক মন্তব্য ও থাকত টিপ্পনি। আবার প্রসঙ্গ কথা বিভাগে নীরদচন্দ্র চৌধুরী সমসাময়িক পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত লিখতেন। এছাড়া ছাড়া হত কাটুন, প্যারোডি কবিতা, স্যাটায়ার ধর্মী ছড়া, গল্প, নাটিকা ও উপন্যাস। ১৯৩৯ সনের শেষ দিক থেকে বদলে যায় এ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য। সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিতর্ক হওয়ার পরে সজনীকান্ত দাসের বোধোদয় হয়। পত্রিকাটি ব্যঙ্গবিদ্রুপ থেকে সরে এসে সৃজনশীল সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত হয়।